যুগান্তর

তারিখ ... 08 JUN 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যা

কারণ অনুসন্ধান

এমনি হাস্যোজ্জ্বল কোমলমতি শিক্ষার্থীরা যেন আর আত্মহত্যার পথ বেছে না নেয়

জুলাই ২০০৭ চারুকলা ইন্সটিটিউটের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী পাপড়ি, ২৫ জুন রোকেয়া হলে আইন বিভাগের ছাত্রী জোহরা খান প্রজ্ঞা, জুলাই ২০০৫ ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী খাদিজা আক্তার ও ২০ অক্টোবর একই বিভাগের ছাত্রী শিল্পী রানী আত্মহত্যা করে। তাছাড়া দেশের আনাচে-কানাচে ছাত্রছাত্রীদের আত্মহত্যা কমন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব খবর হয়তো মিডিয়ায় ফুটে ওঠে না অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবরের ভিড়ে

আত্মহত্যা কী অস্বাভাবিক মৃত্যু? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির ছাত্র আজহারের ভাষায়, আত্মহত্যা হচ্ছে ট্র্যাজেডিপূর্ণ বা মর্মান্তিক বা করুণ মৃত্যু। ইদানীং স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের আত্মহত্যার বিষয়টি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি জাতীয় দৈনিকের তথ্যমতে, গত পাঁচ বছরে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। কেবল রোকেয়া হলেই গত দুই বছরে চার ছাত্রীর আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। ১৫ এপ্রিল ঢাবি'র শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী ছন্দ্রা রানী সরকার রোকেয়া হলে আত্মহত্যা করে। মার্চ মাসে বাংলাদেশ-কুয়েত হলে পপি আত্মহত্যার চেষ্টা করে। জুলাই ২০০৭ চারুকলা ইন্সটিটিউটের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী পাপড়ি, ২৫ জুন রোকেয়া হলে আইন বিভাগের ছাত্রী জোহরা খান প্রজ্ঞা, জুলাই ২০০৫ ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী খাদিজা আক্তার ও ২০ অক্টোবর একই বিভাগের ছাত্রী শিল্পী রানী আত্মহত্যা করে। ২৭ জুলাই ২০০৫ শামসুন্নাহার হলে চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী কাকলী রায় আত্মহত্যা করে। একই হলে আরেক ছাত্রী মিরপুরে আত্মহত্যা করে। ২০০৩ সালে ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহনের হেলপারের সঙ্গে প্রেমঘটিত কারণে আত্মহত্যা করে। ২০০৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের ছাত্র রবিউল ইসলাম গ্রামের বাড়িতে আত্মহত্যা করে। মার্চ ২০০৫ মাস্টারদা সূর্যসেন হলের ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে মার্কেটিং বিভাগের ছাত্র হুমায়ুন কবির। ২০০৫ সালের জুলাইতে কলা ভবনের চতুর্থ তলা থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে চতুর্থ বর্ষের ছাত্র সাগর প্রেমিকার অবহেলা সইতে না পেরে। ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সোমা আত্মহত্যা করে। ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী তানজুর নাহার লিপি আত্মহত্যা করে। ফেব্রুয়ারি ২০০৮ শনির আখড়ায় সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজের বিকমের এক ছাত্র আত্মহত্যা করে। ১৯ এপ্রিল যুগান্তরে প্রকাশ বাগেরহাট সরকারি বয়েজ স্কুলের নবম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্র ও জেলা অনূর্ধ্ব ১৬ ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় সাদ মাহমুদ বিকি (১৪) ১৮ এপ্রিল

এক যুবককে ভালবেসে তাকে নিয়ে পালিয়ে যায়, বিকি মসজিদে নামাজ পড়তে গেলে এক রিটায়ার্ড প্রফেসর তার বোনকে নিয়ে মুসল্লিদের সামনে আপত্তিকর কটূক্তি করেন, যা কিশোর বিকির মনে দাগ কাটে। ফলে পরদিন সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে বিকি আত্মহত্যা করে। বিকির গত ২১ এপ্রিল খুলনা বিভাগীয় লীগে বাগেরহাট জেলা দলের হয়ে সাতক্ষীরার বিপক্ষে খেলা আর হয়ে উঠল না। দেশের আনাচে-কানাচে ছাত্রছাত্রীদের আত্মহত্যা কমন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব খবর হয়তো মিডিয়ায় ফুটে ওঠে না, অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবরের ভিড়ে। আমি যখন এ পর্যন্ত লিখে এসেছি, তখন ২১ এপ্রিল সকাল ৭টায় যুগান্তর খুলে ১৫ পৃষ্ঠায় চোখে পড়ল 'মিরপুরে প্রেমের কারণে কলেজছাত্রীর আত্মহত্যা।' বিস্তারিত জানা যায় রুমানা আক্তার রুবী (২০) মিরপুর শাহ আলী ডিগ্রি কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ১৫-২০টি ঘুমের ট্যাবলেট খাওয়ায় ঢাকা মেডিকেলে তার মৃত্যু হয়। রুবী এক ছেলেকে ভালবাসত, অবৈধ সম্পর্কের কারণে রুবী তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। প্রেমিক তাকে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানায় ও শর্ত দেয়, প্রাইভেটকার দিতে হবে। সমাজে মুখ দেখাবে কিভাবে বিয়ের আগে গর্ভবতী, তাই রুবী আত্মহত্যা করেছে বলে ঘটনায় প্রকাশ। ছাত্রছাত্রীদের আত্মহত্যার কারণ ও সমাধানের উপায় নিয়ে কথা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. দিলরুবা আফরোজ ও অধ্যাপক ড. কিউএসএম ইলিয়াসের সঙ্গে। ড. দিলরুবা আফরোজ বলেন, সন্তানের যে কোন সমস্যা শোনার মানসিকতা বাবা-মার রাখতে হবে, তা যতই ব্যক্তিগত বিষয় হোক না কেন। বাবা-মাকে বন্ধু হতে হবে। অধিকাংশ আত্মহত্যা প্রেমের কারণে হওয়ায় ড. আফরোজ বলেন, আসলে প্রেমের সম্পর্কটা এত গভীরে চলে যায় যে, ছাত্রছাত্রী তখন একজনকে হারিয়ে এতটাই আবেগপ্রবণ হয়ে যায়, তার কাছে তখন বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সবই নগণ্য হয়ে পড়ে। ১৪ বছরের বিকির আত্মহত্যা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে চাইল্ড সাইক্রোজিক্যাল বিশেষজ্ঞ ড. দিলরুবা আফরোজ বলেন, হয়তো সেই রিটায়ার্ড প্রফেসরের সঙ্গে বিকিদের জমিজমা সংক্রান্ত বা পারিবারিক দ্বন্দ্ব ছিল, তাই সে বিকির বোনকে প্ররোচনা দিয়ে ভাগিয়েছে

ভারসাম্যহীন করেছে। এজন্য মানসিকতা[illegible] পরিবর্তন প্রয়োজন। এ জন্য সমাজ ব্যবস্থা[illegible] কম দায়ী নয়। পশ্চিমা দেশে একজন দশ বিয়ে[illegible] করলেও কেউ মাথা ঘামায় না। আর আমাদের[illegible] দেশে যমজ সন্তান জন্ম হলে সেই নারীকে[illegible] নিয়ে কত মাতামাতি, কত হাসি-ঠাট্টা হয়[illegible] বিদেশে কোন মেয়েকে কেউ উপহাস করে [illegible] পথে-ঘাটে। কারণ তাদের দেশে আইনে[illegible] সুযোগ নেয়ার বিধান রয়েছে। ড. আফরোজ[illegible] দেশের ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ঝ[illegible] আসুক, ভিতর সব তছনছ করে দিলে[illegible] তোমরা শিকড় শক্ত করে দাঁড়িয়ে থাকবে[illegible] একজনের জন্য তোমার মূল্যবান জীবন ন[illegible] করতে পার না। প্রফেসর ইলিয়াস বলেন[illegible] ভালবেসে আবেগে বিয়ে করে পরে দেখা যা[illegible] সংসারে অশান্তি সৃষ্টি হয়। আর তারা ভাবে [illegible] সমাজে আমার স্থান নেই, মুখ দেখাতে পার[illegible] না তাই আত্মহত্যাই একমাত্র সমাধান। আবেগ ক্ষণস্থায়ী। তাই বলে ক্ষণিকের পিপা[illegible] মেটাতে গিয়ে মহামূল্যবান জীবন বিসর্জন দে[illegible] উচিত নয় বলে মনে করেন প্রফেসর ইলিয়াস[illegible] ঢাবির রোকেয়া হল সূত্র জানায়, মনোবিজ্ঞা[illegible] বিভাগের অধ্যাপক শাহীন ইসলামে[illegible] তত্ত্বাবধানে রোকেয়া হলের সংসদ রুমে প্র[illegible] বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে ৯টা প[illegible] দু'জন মনোবিজ্ঞানী ছাত্রীদের কাউন্সি[illegible] করেন। যেহেতু তুলনামূলক ছাত্রীদে[illegible] আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি তাই ঢাবির চা[illegible] ছাত্রী হল রোকেয়া হল, শামসুন্নাহার হ[illegible] বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল ও নব[illegible] ফয়জুন্নেসা হলে একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ[illegible] একজন মনোবিজ্ঞানী রেখে মেডিক্যাল [illegible] পরিচালনার সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যা[illegible] সিন্ডিকেট গ্রহণ করেছে। নয়জন মনোবিজ্ঞ[illegible] নিয়মিত কাউন্সিলিং করবেন হলগুলোতে। টিমের অন্যতম সদস্য প্রফেসর ড. দিলর[illegible] আফরোজ বলেন, কাউন্সিলিং করে লাভ হ[illegible] না, যদি ছাত্রছাত্রী নিজের মানসিক[illegible] পরিবর্তন না করে। যার সমস্যা তাকে[illegible] আমাদের কাছে দৌড়ে আসতে হবে। ব[illegible] বান্ধবী এসে বললে উল্টো তাদের মধ্যে [illegible] সৃষ্টি হয়— তুমি আমার ব্যক্তিগত ব[illegible] ম্যাডামকে জানিয়েছ কেন? ঢাবির সমাজবিজ্ঞান[illegible] বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্রী নিপা বলেন, পশ্চি[illegible] সংস্কৃতির ফিল্ম, চলচ্চিত্র ছাত্রছাত্রীদের উ[illegible] করে লাশ হয়ে ফিরে না আসে সেজন্য সরা[illegible] শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সরকার প্রধানকে বাস্তব[illegible] পদক্ষেপ নিতে হবে।